সত্যনারায়ণ ব্রত কর সবে সার [illegible] সংসার নিস্তারিতে গতি নাই আর ॥

সত্যনারায়ণ লীলামৃত।

অর্থাৎ

স্কন্দ [illegible]গ্রান্তর্গত রেবা খণ্ডোক্ত সত্যনারায়ণের

ব্রতকথা।

বাঙ্গালা ইংরাজী বাল্যবন্ধু ধারাপাত ও শুভঙ্করী দর্পণ প্রণেতা

শ্রীতারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

ত্রিপদ্যাদি বিবিধ ভাষাছন্দে বিরচিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

[illegible]নং মিরজাফরের লেন মিলন যন্ত্রে—

শ্রীকেদার নাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৩ সাল।

মূল্য [illegible]

উৎসর্গ

গঙ্গা বংশোদ্ভব পরম পূজ্যাস্পদ

শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ গোস্বামী

প্রভো যুগল পদাম্বুজেষু—

গললগ্নি-কৃতবাসে সভক্তি কৃতাঞ্জলি...
... প্রাণ-প্রিয় শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ লী...
...ক খানি আপনার পবিত্র নামে উৎসর্গ ...
... এ সেবক প্রদত্ত অমৃত গ্রহণ ক...
... চরিতার্থ হইব কিমধিকমিতি

বিনীত ও পদানত সেবক

শ্রীতারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিরসাত্মক বাউল সঙ্গীত।

মন শিক্ষা।

ও মন ভক্তিভাবে সদা তুমি বল হরি হরি।

বল্লে এই হরিনাম ভবভয় আর রবেনারে বল্লে এই হরিনাম হবে পূর্ণমনস্কাম পাপ তাপ যাবে হরি॥

ওরে গত হ'ল কাল, আর রবে কতকাল, কালপেয়ে কাল আগত হল;—কোন দিন আসিয়া স্বযোরে লয়ে যাবে তোরে সেদিন কি উপায় করবে বল;—কোন অনুরোধ শুনিবেনা ও সেই দিনকর সুত (কোন অনুরোধ শুনবে না) ছাড়ি বিষয় বাসনা এ নাম জপনা কুভাবনা পরিহরি॥

অনিত্য জানিহ বিষয় বৈভব, পুত্র কন্যা আদি সব রে;—তুমি হলে শব, পড়ে রবে সব, সার চিন্তা একবার কররে;—কেহইত ওরে মন সঙ্গে যাবেনা;—বৃথা আপন আপন কর (কেহ সঙ্গে যাবেনা) একা এসেছ এভবে, একাই যেতে হবে, তাইতে বিনয় করি॥

পার হ'তে মন এই ভবার্ণব, কর্ণধার আছেন শ্রীমাধব'হে;—তিনি দীন বান্ধব, তাঁরে সদা ভব, ভাবিছেন সাদরে;—দুর্লভ মানবদেহ পেয়ে, কেন আছরে সারধন ত্যজিয়ে, ওমন ভুলনাক ভ্রান্তে, সেই রাধাকান্তে, ও তার চরণ ভবপারের তরি॥

কলিতে হরিনাম সার, ওমন আমার, জেন মনি এ নিশ্চয়রে;—এনাম এমনি পবিত্র, তাই পুত্র মিত্র মরণকালে শুনায়নায়রে;—বলে হরেকৃষ্ণ হরে হরে, এই তারক-ব্রহ্মনাম উচ্চৈস্বরে;—দ্বিজ তারিণী এই বলে এই নাম বলে জগাই মাধাই গিয়ে ছেতরি॥

বিজ্ঞাপন।

"সত্যনারায়ণ লীলামৃত" পুস্তক রচনা করিয়া কবিত্বশক্তির পরিচয় দেওয়া আমার অভিপ্রায় নহে। তবে স্কন্দপুরানান্তর্গত রেবাখণ্ডোক্ত মূল সংস্কৃত সত্যনারায়ণ ব্রতকথা যে, কি মধুর তাহা সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই আস্বাদ পাইয়াছেন। কিন্তু উক্ত পুরাণ সংস্কৃত শ্লোকে রচিত, এই হেতু সামান্য লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া তাহা পাঠ ও অর্থবোধ করা বামনের চন্দ্রস্পর্শের ন্যায় অসম্ভব। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া মমাগ্রজ পূজ্যাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমত্যানুসারে, সাধারণের পাঠ্য সৌকর্য্যার্থে বহু পরিশ্রমে ত্রিপদ্যাদি বিবিধ ভাষাছন্দে এই সত্যনারায়ণ লীলামৃত পুস্তক রচনা করিয়াছি, এক্ষণে যদি ঈশ্বর কৃপায় এই পুস্তক পাঠে পাঠকগণের চিত্ত-সরোবরে ভক্তি-কমল বিকসিত হয় এবং হৃদয় ক্ষেত্রে ভগবান সত্যনারায়ণের অনন্তলীলা প্রস্তরাঙ্কিতের ন্যায় চিরবিরাজিত রহে, তাহা হইলে আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে। অলমিতি বিস্তরেণ।

আমরকাঠী
১৩০৩। ২৩শে আষাঢ়

শ্রীতারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থকার

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৪	কল্যান	কল্যাণ।
৪	৪	গোলক	গোলোক
৫	১	ভরহরি	ভয়হরি।
৫	১৪	হরষণ	হরষণ।
১১	১	অগনন	অগনণ।
১১	৪	কষ্ট বা কাষ্ট	কাষ্ঠ।
১১	২০	দের	দেব।
১২	২০	কহে গিয়া	কহে বসি।

সত্যনারায়ণ-লীলামৃত পুস্তকের প্রশংসা—

মচ্ছাত্র শ্রীমত্তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "সত্যনারায়ণ লীলামৃত" নামক পুস্তকখানি সংশোধনার্থ প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ পর্য্যালোচনা সহকারে অসংলগ্ন শব্দাদির যথাসম্ভব পরিবর্ত্তন করিলাম। রচয়িতা নিরতিশয় শ্রমস্বীকারে স্কন্দপুরাণ হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন। অনুবাদটী সম্ভবতঃ বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। কবি আধুনিক হইলেও কাব্যে সারল্যাদিগুণ উপেক্ষিত হয় নাই। পরন্তু ইহাতে অর্থ কার্কশ্য ও শব্দ কাঠিন্য কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় নাই। একারণ এই গ্রন্থ সাধারণের নিকট বিশেষ আদৃত ও প্রামাণ্য হওয়ার যোগ্য—

অলমিতি।

শ্রীতারিণীচরণ কবিরত্ন কবিরাজ

মোঃ বসুর হাট—

আমি এই "সত্য নারায়ণ লীলামৃত" পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহা স্কন্দপুরাণীয় রেবাখণ্ডের অন্তর্গত। সংস্কৃত সত্যনারায়ণ ব্রতকথা অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। অনুবাদ ভাল হইয়াছে এবং রচনাংশ মধুর হইয়াছে। সত্যনারায়ণ ব্রতকথার যে কয়খানি পুস্তক দৃষ্ট হয়, তৎসর্ব্বাপেক্ষা শাস্ত্রানুযায়ী বলিয়া এই পুস্তকের আদর অধিক হওয়া উচিত।

শ্রীকালীবর শর্ম্মণ বেদান্তবাগীশ

সার্পুঁড়া, গ্রন্থমালা ২৪ পং

আমি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "সত্যনারায়ণ লীলামৃত" পুস্তক পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। ইহার রচনা অতি মধুর ও ভাবপূর্ণ। অধুনা সত্যনারায়ণ সম্বন্ধীয় যে কয়খানি বাঙ্গালা পুস্তক দৃষ্ট হয় তৎসর্ব্বাপেক্ষা "এই সত্যনারায়ণ লীলামৃত" পুস্তক খানি পৌরাণিক বলিয়া সাধারণ হিন্দুবর্গের সমাদৃত হওয়ার যোগ্য। গ্রন্থকার স্কন্দপুরাণান্তর্গত রেবাখণ্ডোক্ত মূল সংস্কৃত সত্য নারায়ণ ব্রত কথা অবলম্বনে এই পুস্তকখানির রচনাকার্য্য সমাধা করিয়াছেন। কিমধিকমিতি।

শ্রী গিরিশচন্দ্র ঘোষ বি এ, বি, এল,
বসিরহাট।

আমি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "সত্যনারায়ণ লীলামৃত" পুস্তক পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। ইহার রচনা ও ভাব অতি মধুর ও পুস্তক খানি শাস্ত্রানুযায়ী স্কন্দপুরাণান্তর্গত রেবাখণ্ডোক্ত মূল সংস্কৃত সত্যনারায়ণ ব্রতকথা অবলম্বনে রচিত এই হেতু ইহার আদর হওয়া উচিত।

শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ
জমিদার, সাং টাকী—

"সত্যনারায়ণ লীলামৃত" ইহা স্কন্দপুরাণান্তর্গত রেবাখণ্ডোক্ত সংস্কৃত সত্যনারায়ণ ব্রতকথার বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থকার ব্রতানুষ্ঠান কালে সাধারণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য প্রচলিত রীতির বশবর্ত্তী হইয়া সুখপাঠ্য সরল ছন্দবিন্যাসে ইহার রচনা সমাধা করিয়াছেন। অধুনা এতদ্বিষয়ক যে কয়খানি বাঙ্গালাপুস্তক পরিদৃষ্ট হয়, তৎসর্ব্বাপেক্ষা এইখানি উচ্চাসন পাইবার যোগ্য। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ, রচনা কোমল ও সুমিষ্ট এবং ভাব মূলের অনুরূপ।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবহাটী বঙ্গবিদ্যালয়।

সত্যনারায়ণ লীলামৃত।

সরস্বতী বন্দনা।

গীত

রাগিণী ইমন কল্যান তাল আড়াঠেকা।

নমামি বীণাপাণি, অজ্ঞাননাশিনি।
[illegible]বাদ পদ্মাসনে, মানস পুরাও জননী॥
ত্বংহি কৃপাময়ী অতি, অহমপি পাপমতি,
কুরু করুণা এ দীন প্রতি শ্বেত সরোজবাসিনি॥
সত্যদেব লীলামৃত, বর্ণিতে মম এ চিত,
আশী করে ওগো মাতঃ, শুন ত্রৈলোক্যবন্দিনি॥
তোমার করুণা বিনা আর কিছুতে গতি দেখি না,
তাইতে বিনয়ে সদা, ডাকিছে দ্বিজ তারিণী॥

সত্যনারায়ণ লীলামৃত ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

প্রণমামি বীণাপাণি, ওমা বাগীশ্বরী বাণী,
কৃপাময়ী পঙ্কজ আলয়া ।
বেদবিদ্যা বিধায়িনী, গীতশক্তি প্রদায়িনী,
অধম সন্তানে কর দয়া ॥

জ্ঞানহীনে কৃপাকরি, অজ্ঞান-তমস হরি,
জ্ঞানালোক দেহ এ মিনতি ।
বাল্মীক্যাদি কবিগণে চাহিলে কৃপানয়নে,
মোরে কৃপা কর মা তেমতি ॥

আমি অতি মূঢ়-মতি নাজানি ভকতি স্তুতি,
আছি হয়ে বিদ্যাবুদ্ধি হীন ।
কোথাগো শ্বেতবসনা, ওমা শ্বেতপদ্মাসনা,
শ্বেতাঙ্গিনি আমি অতি দীন ॥

অগ্রজ আদেশ স্মরি, তোমায় ভরসা করি,
সকাতরে লয়েছি শরণ ।
সত্যদেব লীলামৃত, রচিতে হয়েছি ব্রত,
মম আশা কর মা পূরণ ॥

কাতরে কহে তারিণী, ওমা বিদ্যাবিকাসিনি,
আমি তব অকৃতী সন্তান ।
মনে বড় ভয় পাই, ডাকি মা তোমায় তাই,
কর মোরে আশু কৃপাদান ॥

গীত।

রাগিণী মিশ্রখাম্বাজ তাল কাওয়ালি।

হরি কতবার বঞ্চনা আর করিবে?
করুণাময় নাম কবে প্রকাশিবে?
আমার এ দুঃখ অন্ত হবে না রবে?
সুদীর্ঘ সংসার পথ, ভ্রমি ক্লান্ত অবিরত,
আশ্রয় দাও ওহে নাথ, হয়েছি শরণাগত,
তুমি ভিন্ন দীনের দুখ কেবা হরিবে?
যা করাও তাই করি, তবে কিসে দোষীহরি
এইকি রীতি তোমারি ওহে নরকান্তকারি-
দাও নাহে পদ তরি, বল কি ভেবে?
তারিণী কহে কাতরে, দুখ আর বারে বারে,
দিওনা দিওনা হরি, বলিহে তোমারে,—
এবার করো হে ত্রাণ এ ভবার্ণবে॥

শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

নমস্তে জগদীশ্বর, শ্রীপতি মুরলীধর,
দয়াময় অধম তারণ।
কে জানে মহিমা তব, তুমি বিভু ভব-ধব,
রাবনারি কেশীবিনাশন

ভানুজ ভয় ভঞ্জন, রাধা হৃদয় রঞ্জন,
দনুজ দলন দর্পহারী।
বাসুদেব মুরহর, হৃষীকেশ দামোদর,
ভবেশ্বর গোলকবিহারী॥
কখন কিরূপধর, হে দেব মুরলীধর,
নাহি পারি করিতে বর্ণন।
কখন করিছ সুখী, কখন বা কর দুখী,
কেবা পারে করিতে খণ্ডন॥
পৃথ্বীভার হরিবারে, তুমি নানা অবতারে,
নানারূপ করেছ ধারণ।
রক্ষিতে অমরদলে, সুধাভাণ্ড লয়ে ছলে,
দৈত্যকুলে করিলে নিধন॥
ব্রাহ্মণ বামনরূপে, ছলিয়াছ বলিভূপে,
লীলাময় ধন্য লীলা তব।
ত্রেতা রাম অবতারে, গৌতম স্ত্রী অহল্যারে,
উদ্ধারিলে তুমি হে মাধব॥
দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণনামে, বৃন্দাবনে নন্দধামে,
অবতরি ভূভার হরিলা।
মোহন মুরলী রবে, ধেনু আদি করি সবে,
তুমি গোপ মহিলা মোহিলা॥
বাম করে গিরিধরি, ইন্দ্র দর্প চূর্ণ করি,
গোকুল রক্ষিলে নারায়ণ।
গো চরাতে গিয়ে বনে, বকাদি অসুরগণে,
নাশিলা হে দেবকী নন্দন॥

কালীয় দমন করি, সখাগণ জয় হরি,
বাঁচাইলে বিষপান হতে।
ভক্ত বাধ্য ভগবান, জীবে দিতে এইজ্ঞান,
নানাস্থানে বদ্ধ নানামতে॥
ছলিতে আয়ান মন, বৃন্দাবনে জনার্দ্দন,
হইলে হে তুমি কৃষ্ণকালী।
যশোদারে কৃপাকরি, দেখালে হে তুমি হরি,
বদনে ব্রহ্মাণ্ড বনমালী
এরূপে অসংখ্য জনে হেরিয়া কৃপা নয়নে,
উদ্ধারিলে যেই করুণায়।
দ্বিজ তারিণীরে হরি, দিয়ে সেই কৃপাকরি,
পার করি হর ভব ভয়।

কথারম্ভ।

১

লোম-হরষণ সুত সুত অভিধান;
সশিষ্যে নৈমিষারণ্যে দৈবযোগে যান;—
শৌনকাদি মুনিগণে বসি তথা হৃষ্টমনে,
শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব করেন ব্যাখ্যান।
হেনকালে ঋষিবরে হেরিয়া, যুগলকরে,
প্রণাম করিয়া তাঁরা রাখিলা সম্মান।

সত্যনারায়ণ লীলামৃত

২

মুনিদত্ত পাদ্য অর্ঘ পূত দর্ভাসন,
সানন্দ অন্তরে সবে করিলা গ্রহণ,—
শৌনক কাতর স্বরে, শাস্ত্র বক্তা সূতবরে,
কহে, বেদ বিশারদ ! কবি নিবেদন ;—
হীন বুদ্ধি পাপমতি, জীবের কি হবে গতি
হরিভক্তি কিসে হবে করহ বর্ণন।

৩

যম সম কলিকাল অত্যন্ত ভীষণ,
সতত কুপথে জীব করিছে গমন
আয়ুঃস্বল্প পরিমাণ, অন্নরস গতপ্রাণ,
পরহিংসা পরদ্বেষ পরস্ব হরণ,
গুরু পীড়া স্ত্রী আদেশ, অনাচার একশেষ,
হইয়াছে এবে সদা অকাল মরণ।

৪

স্বল্পব্যয়ে স্বল্পমতে স্বল্প সাধনায়,
দুঃখ শোক হতে নর উপশম পায়,
এমত উপায় সূত, যদি থাকে উপযুত ;—
কৃপাকরি কৃপাধাম বলহ আমায়।
দেখিয়া জীবের ক্লেশ, নাহি শান্তি সুখলেশ,
দয়াকরি পূর্ণকর মম বাসনায়।

৫

শুনিয়া শৌনক বাণী সূত ঋষিবর,
কহিলা শুনহ সেই তথ্য ক্ষেমঙ্কর,

একদা নারদ মুনি জীব দুঃখ রব শুনি
সে সবার হিত তরে ব্যথিত অন্তর,
প্রবেশি গোলোক লোকে, হেরিয়া জীবপালকে,
শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী শুভঙ্কর।

৬

ভক্তিরসে নিমগন হইয়া তখন,
আরম্ভিল তান সহ বীণার মূর্চ্ছন,
হরিনাম অনুরাগে, বিবিধ রাগিণী রাগে,
অষ্টোত্তর শত নামে করিলা স্তবন।
স্তবে তুষ্ট হয়ে হরি, নারদে আহ্বান করি,
কহিলা মানস তব করহ বর্ণন।

৭

নারদ সংযুক্ত করে বলিতে লাগিল,—
মর্ত্যে লোককষ্ট দেখি হৃদয় কাঁদিল ;—
অন্নকষ্ট ধনক্লেশ, পরিতাপ ধর্ম্মদ্বেষ,
দেখি প্রভো হইয়াছি অত্যন্ত ব্যথিত।
সেহেতু তব সদনে, এসেছি তাপিত মনে,
জীবে দয়া কর প্রভো যে হয় বিহিত।

৮

শুনি হরি ঋষিমুখে সকল প্রার্থনা ;—
বাঞ্ছাময় যেই কথা করিলা বর্ণনা,
আমি সেই কথা মুনি, নারদ নিকট শুনি
আজি তোমা বিদ্যমানে করিব রটনা,

ভক্তিভাবে সেইকথা শুনিলে মনের ব্যথা,
দূর হয় ঘুচে যায় বিবিধ যন্ত্রণা।

৯

কাশীপুর বাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
নিত্য ভিক্ষা হেতু করে নগরে গমন,
একদিন নারায়ণ বৃদ্ধ বিপ্রবেশে।
কৃপা করি ব্রাহ্মণেরে জিজ্ঞাসেন এসে।
কোথা যাও ওহে দ্বিজ বিষন্নবদনে।
প্রকাশিয়া বল আমি শুনিব যতনে।

দ্বিজ কহে ভিক্ষাজীবি আমি হে ব্রাহ্মণ।
দ্বারে দ্বারে ভ্রমি সদা ভিক্ষার কারণ॥
শুন দ্বিজ দারিদ্র দহনে প্রাণ যায়।
উপায় জানহ যদি বলহ আমায়॥

১১

কহিলেন নারায়ণ শুন হে ধীমান।
সত্য নারায়ণ ব্রত কর অনুষ্ঠান॥
দুঃখ শোক দূরে যাবে হবে বিত্তচয়।
সৌভাগ্য সন্ততি হবে সর্ব্বত্র বিজয়॥
যে কোন দিবসে নর শ্রদ্ধা ভক্তি করি,
প্রদোষে পূজিবে সেই নারায়ণ হরি।
কদলী গোধুম চূর্ণ কিম্বা শালি চুর।
গব্য ক্ষীর ঘৃত তাহে শর্করা প্রচুর।

একত্রিত করি লয়ে বিপ্র বন্ধুগণ।
সপাদ সকল দ্রব্য করি নিবেদন॥
দ্বিজকে দক্ষিণা দিয়া মিলি সর্ব্বজন।
বিপ্র মুখে ব্রত কথা করিবে শ্রবণ;
অগ্রে বিপ্র বন্ধুগণে সমর্পণ করি।
পরেতে প্রসাদ লবে নারায়ণে স্মরি;
তার পর যদি সবে প্রফুল্ল অন্তরে;
নারায়ণ উদ্দেশেতে নৃত্য গীত করে;
হরির কৃপায় সব বাঞ্ছা পূর্ণ হবে।
সত্য সত্য সত্য ইহা সংশয় না রবে॥
ইহা ভিন্ন অন্যোপায় কলি যুগে নাই।
দারিদ্র ভঞ্জন বিধি কহিলাম তাই॥
দ্বিজে দয়া করি হরি কৈলা অন্তর্দ্ধান।
বিস্মিত ব্রাহ্মণ এবে করিলা প্রয়াণ॥
হৃদি স্মরি হরিগুণ মুখে বলি হরি।
চলিল নগর মাঝে ঝুলি কান্ধে করি॥
ভিক্ষায় প্রচুর ধন সে দিন পাইল,
গৃহে আসি সবান্ধবে ব্রত আচরিল॥
ব্রতের প্রভাবে তার দুঃখ হল দূর।
অচিরে হইল ধন সম্পদ প্রচুর
তদবধি সেই বিপ্র প্রফুল্ল অন্তরে।
পুণ্যময় সত্যব্রত মাসে মাসে করে॥
এরূপে দুরিত তার ক্ষয়িত হইল।
যোগীন্দ্র বাঞ্ছিত মোক্ষ অচিরে লভিল

এতাবৎ কহি সূত শৌনকে যতনে
কহিল আর কি ইচ্ছা আছে তব মনে ?

১২

পৃথিবীতে আর কেবা ব্রত করেছিল,
শুনিতে বাসনা চিত্তে শৌনক কহিল ॥

১৩

সূত কহে মুনিগণ, শুন তবে দিয়া মন,
একদা সে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ,
স্বজন বান্ধব লয়ে, অতি আনন্দিত হয়ে,
করিয়েছে ব্রত আরম্ভন।
হেন কালে তৃষ্ণা হেতু, কোন এক কাষ্ঠকেতু,
দ্রুতগতি তথায় আসিল।
বহির্দ্দেশে কাষ্ঠ ভার, নামাইয়া রাখি তার,
মন্দিরেতে প্রবেশ করিল।
তথাবিধ দ্বিজবরে, দেখি তথা যোড় করে,
প্রণমিয়া জিজ্ঞাসে কারণ।
কহ কহ বিপ্রবর, কোনকার্য্য এই ?ণ
এর ফল করহ বর্ণন

(দীর্ঘ চতুষ্পাদী)

১৪

শুনি কহে বিপ্রবর, সত্যদেব শুভকর,
তাঁর ব্রত মনোহর, করি আচরণ,
এই ব্রত মহিমায়, দুঃখ শোক দূরে যায়,

অনায়াসে সবে পায় এন অগনন।
ব্রতের মাহাত্ম্য স্মরি প্রসাদ ভক্ষণ করি,
মুখে বলে হরি হরি, করি জল পানে,
ভাবি সত্যনারায়ণে, কাষ্ঠ লয়ে হৃষ্ট মনে,
কাষ্ঠকেতু সেইক্ষণে করিল প্রস্থান।
অদ্য কাষ্ঠে যা পাইব তাহে দ্রব্য কিনে নিব,
সত্যব্রত আচরিব, গিয়ে নিজ ভবনে,
মনে ভাবি এই কথা, ধনিগণ আছে যথা,
বোঝা মাথে স্মরি তথা গেল অতি যতনে।
স্মরি দেব নারায়ণ, পাইয়া দ্বিগুণ ধন,
হয়ে অতি হৃষ্ট মন, দ্রব্য সব কিনিল;
ঘৃত দুগ্ধ রম্ভা ফল, চূর্ণগম নিরমল,
শর্করাদি এ সকল, সপাদেতে লইল।
আসি নিজ নিকেতনে, লয়ে যত বন্ধুগণে,
অতি আনন্দিত মনে, সত্যব্রত করিল;
ব্রতের প্রভাবে তার, ইহলোকে সুখভার
ন প্[illegible] আদি আর, অন্তে মোক্ষ মিলিল।

১৫

পুনঃ অন্য কথা বলি শুন মুনিগণ,
উল্কামুখ নামে রাজা ছিল এক জন
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী দেব প্রাক্ত মন,
নিত্য দ্বিজগণে দা[illegible] বহুধন,
ভার্য্যা তার পরিমুগ্ধ প্র[illegible] আননা
পরবিন্দ্[illegible] সমস্তন্যা [illegible]

মেখলা বিক্রতী শ্যামা মালতী জড়িত
ভদ্রশীলা সিন্ধুতীরে হয় ব্রতান্বিত
এমন সময়ে তথা সাধু এক জন,
বাণিজ্যার্থ বিপুরিত বহুরত্ন ধন।
নৌকা রাখি তীরে তার সেই দিকে যায়,
ব্রত আয়োজন দেখি বিনয়ে সুধায়;
কি ইহা করিছ ভূপ ভক্তিযুক্ত মনে,
প্রকাশ করহ তাহা শুনিব যতনে।

১৩

রাজা কহে পূজা করি অতুল প্রভাব হরি,
যাহে মোরা পাইনু সন্তান
সাধু নমি বলে পুনঃ, ওহে নৃপ শুন শুন,
সত্য বল কর অবধান।
আমার সন্ততি নাই, এতে যদি তাহা পাই,
নিশ্চয় করিব আচরণ;
রাজা কহে সত্যব্রত, বাঞ্ছাফল দানে রত,
মিথ্যা নাহি হয় কদাচন।
ব্রতের মাহাত্ম্য স্মরি, বাণিজ্য নাহিক করি,
গেল সাধু আপন ভবনে।
ফিরে গিয়ে নিজালয় সত্যব্রত পরিচয়,
কহে গিয়া ভার্য্যার সদনে।
পরে পুনরায় কয়, যদ্যপি সন্ততি হয়,
সত্যদেবে পূজা দিব সতি!
অল্পদিন গেলে পর পেয়ে জন্মা কোলবর

লীলাবতী হল গর্ভবতী

পূর্ণ গর্ভে তার হল, এক কন্যা সুনির্ম্মল,
আত্ম কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিল।
শুক্ল পক্ষ শশীসম, বাড়ে কন্যা নিরুপম,
কলাবতী নাম রেখে দিল।
পরে সাধু জায়া কয়, কেন নাথ ভ্রমোদয়,
প্রতিশ্রুত না কর পালন ?
সাধু বলে প্রাণেশ্বরি, কন্যা বিভা কালে হরি,
সমারোহে করিব পূজন।
এরূপে মিষ্ট বচনে, তুষ্ট করি সযতনে,
নগরেতে করিল গমন।
পিত্রালয়ে কলাবতী, বর্দ্ধিতা হইল অতি,
দেখে সাধু অতি ভীত মন ;
নগরে বান্ধব সনে, যুক্তিকরি স্থির মনে,
সকলেতে বিচার করিল।
কন্যার বিবাহ তরে, দূতেরে সত্বর ক'রে,
কাঞ্চন নগরে পাঠাইল।
গিয়ে তথা দূতবর, আনে এক মনোহর,
শ্রেষ্ঠিসুত অতি ধনবান।
দেখি সাধু হৃষ্টমনে, মিলি জ্ঞাতি বন্ধুগণে,
কন্যা তারে করিল প্রদান।
ভাগ্যদোষে বিস্মরিল, সত্যব্রত না করিল,
সত্যদেব কোপিত হইল ;
কিছু কাল গেলে পর, নিজ ধর্ম্ম তৎপর,,
সাধু শীঘ্র বাণিজ্যে চলিল।

জামাতাকে সঙ্গে করি, রত্নসাজে গিয়ে তরি,
সিন্ধুকূলে স্থাপন করিল;
রত্নসার অধিপতি, চন্দ্রকেতু মহামতি,
সাধু তথা বাণিজ্য খুলিল।
প্রতিশ্রুতে অনাদর করে ছিল সদাগর,
তাই রুষ্ট ছিল নারায়ণ,
অদ্য হ'তে তোর হবে, মহা দুঃখ এই ভবে
ইহা বলি শাপিল তখন।
সেদিন রাজার ঘরে, ধন রত্ন চুরি করে,
কোন এক তস্কর কুজন।
পথ দিয়া চলে যায় পৃষ্ঠদেশে ফিরে চায়,
দেখে ধায় পিছে দূতগণ,
দেখি রাজ দ্বারবানে ধন রাখি সেই স্থানে,
অলক্ষেতে গমন করিল;—
দূতগণ সেই স্থানে, আসি সাধু সন্নিধানে,
নৃপধন দেখিয়া চিনিল।
সাধুদ্বয়ে সেইক্ষণে, বাঁধিয়া সন্তুষ্ট মনে,
লয়ে গেল রাজার গোচর;
দুই চোর সমানীত, দেখি হয়ে মহাপ্রীত,
অবিচারে বলে নৃপবর,—
এই দুই পাপাচারে, বদ্ধ করি কারাগারে,
রাখ দূত ত্বরায় এখন,
আনিয়াছে যে ধন, রত্ন আদি আভরণ
কর কোষে যতনে স্থাপন।

১৯

সূত কহে এইরূপে সাধু দুই জন
বন্দী হ'ল দেব শাপে গেল সব ধন।
এদিকে সাধুর পত্নী দুঃখেতে পড়িল,
ধন রত্ন আদি যত তস্করে হরিল।
আধিব্যাধি সমাযুক্তা ক্ষুধায় কাতর,
অন্ন বিনা প্রতি গৃহে ফেরে নিরন্তর।
একদিন এইরূপে লীলাবতী সুতা,
রাত্রে দ্বিজ ঘরে গেল হয়ে ক্ষুধান্বিতা।
দেখে তথা পুজে তারা সত্যনারায়ণ,
সভক্তিতে ব্রতকথা করিল শ্রবণ।
প্রসাদ লইয়া যাচি দুঃখ মুক্তিবর,
নিজ গৃহ অভিমুখে চলিল সত্বর।
গৃহে গেলে তিরস্কারি লীলাবতী কয়,
কোথা ছিলি কলাবতী এ নিশা সময়?
কলাবতী কহে মাতঃ ভর্ৎস অকারণ,
দ্বিজালয়ে সত্যব্রত করিনু দর্শন।
কন্যার নিকটে শুনি বণিক্ বণিতা,
সত্যব্রত আচরিতে হল ত্বরান্বিতা।
স্বজন বান্ধব সনে ব্রত আচরিল।
অভীষ্ট পুরাও বলি প্রার্থনা করিল।
অপরাধ ক্ষমা করি দয়ার সাগর,
স্বামী জামাতায় গৃহে আনহ সত্বর।
ব্রতে তুষ্ট হয়ে সেই সত্যনারায়ণ,
চন্দ্রকেতু রাজে গিয়া দেখান স্বপন—

বন্দিদ্বয়ে যদি প্রাতে না কর মোচন,
যদি না প্রদান কর দ্বিগুণিত ধন,
তবে তোমা রাজ্যধন পুত্রের সহিত,
অচিরে করিব নাশ জানিও নিশ্চিত।
এ কথা বলিয়া দেব অন্তর্হিত হন,
বিভাবরী পোহাইল উদিল তপন।
শশব্যস্তে উঠি রাজা পাত্র মিত্র সনে,
উপবেশি সভা মধ্যে কহে দূত জনে ;—
মোচন করিয়া সেই সাধু যুক্ত দ্বয়,
ত্বরা করি আনি, যেন অন্যথা না হয়।
এই রাজ বাক্য শুনি, নিগড় বন্ধন—
খুলি, আনি রাজ অগ্রে বিনয়ে তখন,
কহে দূত সাধুদ্বয়ে এনেছি রাজন
দয়া করি একবার কর নিরীক্ষণ
চন্দ্রকেতু নৃপ নমি মহাজন দ্বয়,
পূর্ব্ব কথা মনে করি মানিল বিস্ময়।
তাহাদের দেখি রাজা সাদর বচনে,
কহে, দৈবে পেলে কষ্ট, নির্ভয় এক্ষণে।
এত বলি রাজা স্বর্ণ রত্ন আভরণে,
ভূষিত করিল সেই সাধু দুই জনে।
পূর্ব্বের গৃহীত দ্রব্য দ্বিগুণ করিয়া,
মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করি, দিল ফিরাইয়া
পরে, নৃপতি পরে সাধুদ্বয়ে কয়,
প্রসান্নিত মনে এবে যাও নিজালয়

মঙ্গলাচরণ করি সাধু দুই জন,
যাত্রা করে হরি হরি বলে সেইক্ষণ।
দ্বিজগণে বহুধন বিতরণ করি,
ঘাটে আসি মনানন্দে ভাসাইল তরি।
কিছু দূরে গেলে সাধু প্রভু নারায়ণ,
সন্ন্যাসীর বেশে এসে জিজ্ঞাসে তখন,
ওহে সাধো কিবা আছে তরিতে তোমার,
শুনিতে বাসনা মম বল একবার।
হেলায় হাসিয়া বলে মত্ত শ্রেষ্ঠিবর।
কিবা চাহ যোগীবর কহ অতঃপর।
লতা পাতা আছে এই তরীতে আমার,
কি হবে জানিয়া, তুমি ত্যজেছ সংসার।
নিঠুর বচন শুনি দেব নারায়ণ,
বলিলা হউক সত্য তোমার বচন।
এত বলি, দণ্ডী—সাধু সমীপ হইতে,
কিছু দূরে গিয়া কূলে, বসিল তরিতে।
গেলে যোগী সাধু তথা নিত্য ক্রিয়া করি,
উঠিয়া বিস্মিত হ'ল দেখে নিজ তরি!
লতা পত্র দ্বারা তরী পূরিত হেরিয়া,
অমনি পড়িল তথা মূর্চ্ছিত হইয়া।
সংজ্ঞা লাভ করি পরে হইল চিন্তিত,
ব্যাকুল হইল ভাবি কি করা উচিত।
শ্বশুরে চিন্তিত হেরি জামাতা তখন
আশ্বাসিত করি কহে বিহিত বচন।

১৮

কেন কর পরিতাপ, সেই যোগী দিল শাপ,
হর্ত্তা কর্ত্তা সেই মহাজন,
চল তাঁর কাছে যাই, বাঞ্ছাফল যদি পাই,
দোহে মিলে লইব শরণ।
এত শুনি সদাগর, গেল যথা যোগিবর,
দেখি তাঁরে করিয়া প্রণাম,
সাদর বচনে কয়, ক্ষমদোষ দয়াময়,
পূর্ণ কর দীন মনস্কাম।
ধনমদে হয়ে মত্ত, বুঝিনাই তব তত্ত্ব,
অপরাধ করহ মার্জ্জন;
অপরের কৃতদোষ, দেখি নাহি করে রোষ,
ক্ষমাশীল সুধীজনগণ।
এরূপে বিহ্বল অতি পুনঃ পুনঃ করে নতি,
অনুতাপে করিয়া রোদন,
তাহা দেখি দণ্ডী কয় শোক করা বিধি নয়,
বিলাপ না করো অকারণ।
না বুঝে অবজ্ঞা করি, মম পূজা পরিহরি
পুনঃ পুনঃ পাইলে সন্তাপ,
শুনিয়া দেবের কথা অনুনয় করি তথা
স্তুতি করে ত্যজিয়া বিলাপ।

১৯

তব মায়া মোহিত সবে, ত্রিদিব আশ্রয়,
ব্রহ্মা আদি নাহি জানে তব গুণচয়।

মূঢ় আমি বিমোহিত তোমার মায়ায়,
কেমনে জানিব বল তব মহিমায়।
শুনি ভক্তি যুতবাণী প্রভু কৃপাধাম,
প্রদানি বাঞ্ছিত বর কৈল অন্তর্দ্ধান।
নৌকারোহি সাধু পরে দেখিল তখনি,
পূর্ব্বমত ধনে পূর্ণ হয়েছে তরণি।
পরম হরষে সাধু গমন করিল।
তরণী সংযোজি বেগে স্বদেশে পৌঁছিল।
ঘাটে আসি সার্থবাহ কহে জামাতায়,
দেখ বৎস পুরী মম কিবা শোভা পায়।
ধনাধ্যক্ষ দূতে-পরে করিল প্রেরণ।
ভার্য্যাকে আগম বার্ত্তা করিতে জ্ঞাপন।
দূত গিয়া পরে সেই সাধুর ভবনে;
প্রণাম করিল লীলাবতীর চরণে।
কহিল বাঞ্ছিত বাক্য বদ্ধাঞ্জলি করে,
জামাতা সহিত সাধু আইলা নগরে।
ধন রত্ন সহ আর বন্ধু যত জন,
এসেছে সকলে, এসে করহ দর্শন।
দূত বাক্য শুনি সতী হয়ে হর্ষ যুতা,
সত্য পূজা ত্বরা করে লয়ে সখী সুতা।
ব্রত সারি কহে সতী তনুজা সদনে,
যাইব, আইস শীঘ্র সাধু দরশনে।
মাতার বচন শুনি ব্রত সমাপিয়া,
পতি প্রতি ধায় কন্যা প্রসাদ ত্যজিয়া।

তাহা দেখি সত্যদেব কোপিত হইল,
ধনরত্ন স্বামী সহ তরী ডুবাইল।
ঘাটে গিয়া পতি নাহি দেখি কলাবতী,
শোকেতে মূর্চ্ছিতা হয়ে ভূমে পড়ে সতী।
তথাবিধ কন্যারত্নে হেরি সাধুবর,
জামাতা সহিত তরী নাহেরে তৎপর।
কি আশ্চর্য্য ইহা ভাবি হ'ল ভীতমন;
বাহকাদি সবে হ'ল চিন্তিত তখন।
কন্যার সে দশা হেরি দুঃখে বিলাপিয়া,
লীলাবতী পরে কহে স্বামী সম্বোধিয়া।
নৌকা সহ কেন বৎস অদৃশ্য হইল,
দৈব বুঝি অকস্মাৎ তাহে হরি নিল।
দেবের মাহাত্ম্য মায়া না জানি কেমন,
ইহা বলি বিলাপয়ে সহিত স্বজন।
কন্যা কোলে করি কাঁদি লীলাবতী কয়
কেন কেন প্রভু মোরে হইল নির্দয়।
তনয়াচরিত হেরি, সাধু, ভার্য্যাসনে,
সন্তপ্ত হইয়া শোকে চিন্তে মনে মনে।
সত্যদেব নিরঞ্জন সদা মায়াময়,
হরিয়াছে জামাতায় নাহিক সংশয়।
সত্যদেবে পূজা দিব বহুরত্ন ধনে,
এই মনোরথ কহে ডাকি সর্ব্বজনে।
পুনঃ পুনঃ ভূমে পড়ি করে সাধু নতি,
তাহে সত্যদেব হয়ে তুষ্ট তার প্রতি,

বলে সাধো, তব কন্যা স্বামী দরশনে,
এসেছে প্রসাদ ত্যজি অতি অযতনে।
গৃহে গিয়া সে প্রসাদ পুনঃ খেতে বল,
লক্ষভর্ত্তৃ সুধা তবে হইবে অচল।
অম্বর হইতে এই প্রাণদ বচন,
শুনিয়া হইল সবে বিস্মিত তখন।
গৃহে গিয়া কন্যা সেই প্রসাদ খাইল,
ফিরে আসি ঘাটে পতি দেখিতে পাইল।
তুষ্ট হয়ে পরে সেই পিতৃ প্রতি কয়,
চল তাত গৃহে চল বিলম্ব না সয়।
সন্তুষ্ট হইয়া সাধু কন্যার কথায়।
সবান্ধবে পুজিদেবে গৃহে চলে যায়।
পৌর্ণমাসী, সংক্রান্তিতে পূজিনারায়ণ,
ইহলোকে সুখ তার অন্তেতে মোচন।

২০

সূত কহে মুনিগণ, অন্য বাক্য দেহমন,
বংশধ্বজ রাজা একজন,
প্রসাদ ত্যজিয়াছিল তাহে দুঃখ সে পাইল,
অবহেলি প্রভুর পূজন।
একদা অরণ্যে গিয়া, বহু মৃগ বিনাশিয়া
বটমূলে হ'ল উপনীত,
দেখে তথা গোপগণ, ভক্তিভাবে নারায়ণ
পূজা করে বিধানে বিহিত।

দর্পভরে ভ্রান্তমতি, নাহি তাঁরে করে নতি,
নাহি করে তথায় গমন,
গোপগণ অনুরাগে, তাহার সম্মুখভাগে,
পরসাদ করিল স্থাপন।
নিজস্থানে গিয়া পরে, প্রসাদ ভকতি ভরে,
লয়ে সবে ভক্ষণ করিল,
ত্যজি সেই পরসাদ, রাজে ঘটে পরমাদ,
গর্ব্বফল অচিরে ফলিল।
শতপুত্র মনোমত, তার হল অপগত,
ধন ধান্য বিনাশিত হল।
শ্রীহীন হইয়া শেষে, যাপে কাল দীনবেশে,
ক্রমে হল হীন বুদ্ধি বল।
অবশেষে এক দিন, সেই রাজা ভাগ্যহীন,
মনে মনে করিল নিশ্চয়,
ইহা সত্য দেব খেলা, তাঁরে করি অবহেলা
হ'ল মোর এই দুঃসময়।
ধন ধান্য পুত্র বাস, সেই দেব কৈল নাশ,
পুনঃ তথা করিব গমন,
গিয়া সেই বট মূলে, মিলিয়া গোপাল কুলে,
পূজিব সে দেব সনাতন।
ইহা ভাবি গোপদলে, মিলি রাজা কুতূহলে,
সত্যদেবে পূজন করিল ;

তাহে হ'ল পুত্র যত,
ত পুত্র পরাণ পাইল।

সুখে কাল কাটাইয়া মহীপাল,
অন্তে বিষ্ণুলোকে নীত হ'ল।

সকলে আনন্দভরে, একবার উচ্চৈঃস্বরে,
সবান্ধবে হরি হরি বল।

যে এই দুর্লভব্রত, সমাচরে বিধিমত,
পুণ্য কথা করয়ে শ্রবণ :—

দেবের প্রসাদে তার, ধন ধান্য সুখ আর,
কত হয় না যায় কথন

দরিদ্রেতে পায় ধন, মুক্ত হয় বন্দিজন,
সেই দেব হইলে সদয়,

লভিয়া বাঞ্ছিতফল, চলি যায় সুবিমল,—
স্বর্গপুরে, চরমে নিশ্চয়

্টকা ্মুনিগণে, সূত ঋষি সযতনে,
ভক্তিভাবে কহিল বর্ণন ;

নিত্য নিত্য যেই জন, পাঠ করে দিয়া মন,
কথা কথা .য়ে শ্রবণ ,

দেব অনুগ্রহে তার, নাহি থাকে পাপ আর,
সত্য সত্য ইহা মুনিগণ।

তারিণী কাতরে কয়, .হে হরি দয়াময়,
য়া করি দাও এই বর,

যেন স্মরি হরি রঙ্গে,
স্থান পাই ত্যজে কলেবর ॥
শুন শুন সর্ব্বজন, মম বিনয় বচ
সঙ্ক্ষেপেতে করিনু বর্ণন ।
একবার ভক্তি করি, বল সবে হরি হরি,
লীলামৃত হইল সমাপন ॥

সমাপ্ত ।